দৈনিক ইনকিলাব
19 NOV 1988
5 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
031
১৮

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষার ফল

চলতি সনের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল গত ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ফল একই দিনে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ফলাফলে, ঢাকা বোর্ড সর্বাধিক ও যশোর বোর্ড সর্ব নিম্ন পাসের হার ঘোষণা করেছে। দীর্ঘ ৫ মাস পর এ ফলাফল প্রকাশিত হয়।

ফলাফল ত্বরিত গতিতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ডের স্থলে ৪টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ৪টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে তা সফল হয়নি। অবশ্য এবারের বন্যার কারণে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এত বিলম্ব হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। এ বিলম্বের কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদর। তারা যদি তাদের ফলাফল যথাসময়ে জানতে পারতো তাহলে এ সময়ের মধ্যে একটা না একটা ব্যবস্থা করতে পারতো। কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনের স্মরণাপন্ন হয়ে লেখা-পড়ারও ব্যবস্থা করে নিতে পারতো। কিন্তু এ দীর্ঘসূত্রতার কারণে অধিকাংশ গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের কোনটিই হয়নি।

এ পরীক্ষায় যাদের স্থান মেধা তালিকায় রয়েছে; তাদের সবাই সৌভাগ্যবান অভিভাবকের পুত্র-কন্যা। পরীক্ষার ফলাফল বিলম্বে প্রকাশিত হলেও তাদের লাভ-ক্ষতির কারণ নেই। কারণ, তাদের ভর্তির কোন সমস্যা হবে না। জানা গেছে যে, মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর সব বিষয়ে একজন করে টিউটর ছিল। যদি এমনটি হয়, তবে তারা ভাল নম্বর পাবে না কেন? গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সবদিক দিয়েই সংকট বিদ্যমান। এসব গরীব ছাত্র-ছাত্রী ভালভাবে লেখা-পড়া করেও ভাল ফল করতে পারে না।

এমনও জানা গেছে, একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী নামকাওয়াস্তে পরীক্ষা দিয়েও বেশ ভাল ফল করে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই এ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এবারের পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কম। প্রথম বিভাগে এর চেয়ে আরও কম। ২য় বিভাগে প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী পাস করলেছে। ১ম বিভাগে অন্তত ৪০ ভাগ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এটা মোটেই উন্নতির লক্ষণ নয়।

এখন কথা হচ্ছে, যে দু'টি বোর্ডের পাসের হার কম হয়েছে সে দু'টি বোর্ড হচ্ছে রাজশাহী ও যশোর। অন্য দু'টি বোর্ডের প্রায় অর্ধেকের সমান।

কারণ, আজকাল ভাল নম্বর এমন কি ভাল স্থান দখল করেও তারে কেউ কেউ দু'টি বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে ও পড়তে পারে না।

আজকাল যা ঘটছে তা হচ্ছে যেন তেন প্রকারে একটি ডিগ্রী লাভ করে চাকরি নেয়া। জ্ঞান অর্জনের আসল উদ্দেশ্য তা নয়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার পর থেকে স্কুল-কলেজে না পড়েও সার্টিফিকেট লাভ করার মত ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের মতে, পরীক্ষার খাতা সঠিকভাবে দেখলে আসল-নকল বের করা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে উদাসীনতাই দায়ী, পরীক্ষকরা তাড়াহুড়ো করে কাগজ দেখার কারণেই অনেক সময় যোগ্য ছাত্র অযোগ্য এবং অযোগ্য ছাত্র যোগ্য হিসেবে ফল পেয়ে যায়।

এভাবে যারা পাস করে তারা কর্মক্ষেত্রে হাজির হয়ে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়। তাই আজকাল হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিএ-এমএ পাস করে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে কাল কাটায়। এসব ছাত্র-ছাত্রী রাষ্ট্রের পক্ষে যেমন বোঝাস্বরূপ, তেমনি তাদের অভিভাবকদের পক্ষে চরম দুর্দশার কারণ।

মোটকথা, বর্তমান যুগের চাহিদার নিরীখে আসল-নকল বের করে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলেই উচ্চতর শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—এম এ বশীর

নির্বাচনী পরীক্ষার সময়সীমা

সম্প্রতি ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৮৯ সনের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার পর মাত্র ক'দিন হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। এ সময়ের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষাও শেষ হয়নি। সুতরাং উক্ত সময়-সীমার মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ করা কতটুকু সম্ভব হবে তা ভেবে দেখার বিষয়। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, নির্বাচনী পরীক্ষার সময়-সীমা ৩০ ডিসেম্বর ও চূড়ান্ত পরীক্ষা এপ্রিল মাসে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হোক।

—মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু),
২২, পুষ্পরাজ সাহা লেন,
লালবাগ, ঢাকা-১২১১।